ডাক দিয়ে যাই তোমায়

হে মুসলিম তরুণী

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

বর্তমান সমাজের নাজুক পরিস্থিতির কথা আমাদের কারও অজানা নয়। বাতিলের প্রতি প্রলুব্ধকারী হরেক বস্তু প্রতিনিয়ত মন্দের দিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে চলছে আমাদের তরুণ-তরুণীদের। টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট, নাট্যশালা, অশ্লীল গল্প-উপন্যাস... নানান মাধ্যমে নানান উপায়ে শয়তান ও তার দোসররা আমাদের তরুণ-তরুণীদের ডেকে যায় নিষিদ্ধ জগতের দিকে। পাশ্চাত্যের অশ্লীল-নোংরা কৃষ্টি-কালচারকে তারা ফোকাস করছে সভ্যতা ও উন্নত জীবনাচারের নামে। দুঃখজনক হলেও সত্য একদিকে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলছে গুনাহ ও অপরাধকর্মের দিকে বাতিলের এমন অনবরত আহ্বান আর অন্যদিকে পরিলক্ষিত হচ্ছে নিজেদের সন্তানদের নিয়ে বর্তমানের মা-বাবাদের অবহেলা-উদাসীনতা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মারাত্মক প্রবণতা। ফলশ্রুতিতে আমরা কী দেখছি! মুসলিম দেশগুলোতেও এখন পাশ্চাত্যের মতো ঘটা করে আয়োজন চলছে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার নামে নারীদেহের নগ্ন প্রদর্শন! যত্রতত্র চলছে যুবক-যুবতিদের ফ্রি-মিক্সিং, গল্প-আড্ডার আসর ও বেহায়াপনার অবাধ বিচরণ! এখনকার অনেক তরুণ-তরুণীরই স্বপ্ন নাটক-সিনেমার কথিত মডেল-তারকা হবার। আর সে লক্ষ্যে সে স্বপ্ন পূরণের আশায় নিজেদের তারা ব্যস্ত রাখছে পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণে।

আসলে বাতিলরা ভালো করেই জানে, আজকের তরুণ-তরুণীরাই আগামী প্রজন্মের অভিভাবক। তারা যেমন মন-মানসিকতা লালন করবে, তাদের সন্তানদের সেভাবেই গড়ে তুলবে। তাই তো বাতিলদের অন্যতম লক্ষ্য হলো মুসলিম ভূখণ্ডের তরুণ-তরুণীদেরকে পাশ্চাত্যের লাইফ-স্টাইলমুখী করে তোলা। সে লক্ষ্যেই তারা কাজ করছে আর আমাদের মুসলিম সমাজেও এর মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে নারীদেরকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকেই পথভ্রষ্টতার হাতিয়ার বানানোর এক গভীর চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে তারা। নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার... এমন মুখরোচক হরেক বুলি আওড়িয়ে মুসলিম নারীদেরকে তারা ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি বিরাগভাজন করে তুলছে। পর্দাকে নারীর উন্নতির অন্তরায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। এভাবে

নানা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে আগামী প্রজন্মকে ইসলামবিমুখ করে তোলাই বাতিলদের মূল টার্গেট।

এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের মুসলিমদের বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের সামনে বাতিলের অসারতাগুলো তুলে ধরে তাদেরকে বাতিলের হীন চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দেওয়া যে কতটা জরুরি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ লক্ষ্যেই বয়ান-বক্তৃতা, লেখালেখি, দাওয়াহর বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে পথভোলা মুসলিমদের দ্বীনের পথে আহ্বান করে চলেছেন উম্মাহর দরদি দায়িগণ। এমনই একজন যুগসচেতন দায়ি ইলাল্লাহ হলেন উসতাজ হাসসান শামসি পাশা; যিনি পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা পূজারিদের বিভিন্ন সংশয়ের জবাব দিয়ে, তাদের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে মুসলিম তরুণ ও তরুণীদের উদ্দেশে স্বতন্ত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তো মুসলিম তরুণীদের উদ্দেশে রচিত শাইখের দরদমাখা আহ্বান (همسة في أذن فتاة) গ্রন্থটিই আমরা প্রকাশ করেছি 'ডাক দিয়ে যাই তোমায় হে মুসলিম তরুণী' নামে। হৃদয়গ্রাহী চমৎকার এক ভূমিকাসহ ১৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত তথ্যবহুল এ বইটিতে পথভোলা ও সত্যান্বেষী তরুণীদের জন্য রয়েছে আলোকিত পথের দিশা লাভের ইমানদীপ্ত কিছু দৃষ্টান্ত; রয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে আলোর পথে ফিরে আসা নারীদের কিছু উপাখ্যান, রয়েছে উত্তম চরিত্র গঠনের বেশ কিছু গুণাবলির বর্ণনা, রয়েছে বিভিন্ন সংশয়ের জবাব এবং সত্যের পথে চলার কিছু সদুপদেশ ও উত্তম দিকনির্দেশনা।...

আমরা আশা করি, বইটি অধ্যয়নে বিভিন্ন সংশয়ে নিপতিত পথভোলা নারীরা এবং আমাদের সত্যান্বেষী বোনেরা সঠিক পথের দিশা পাবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বইটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন (আমিন)।

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. হাসসান শামসি পাশা সিরিয়ার একজন বিখ্যাত দায়ি। বিরল মেধা ও বহু প্রতিভার অধিকারী এই লেখক পেশায় একজন ডাক্তার। জন্মগ্রহণ করেছেন সিরিয়ার হিম্‌স শহরে ১৯৫১ সালে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা জন্মস্থান হিমস শহরেই শেষ করেন। তারপর তিনি হালব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে তিনি অনার্স শেষ করেন। মেধা তালিকায় তিনি শীর্ষ পাঁচ জনের অন্যতম ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারনাল মেডিসিন বিষয়ে মাস্টার্স করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'কার্ডিওমায়োপ্যাথি।' এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্রিটেনে যান।

ব্রিটেন থেকে ফিরে তিনি সৌদি আরবের জিদ্দায় কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় তিনি পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। আরবের বিখ্যাত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। হৃদরোগ, স্বাস্থ্যবিধি, নববি চিকিৎসা, ইতিহাস, সাহিত্য, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অর্ধশতাধিক।

তারবিয়াহ, আত্মশুদ্ধি, প্যারেন্টিং, দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি নিয়ে তার লেখা বিখ্যাত বইগুলো হলো :

- أسعد نفسك وأسعد الآخرين
- كيف تربي أبناءك في هذا الزمان
- همسة في أذن شاب
- همسة في أذن فتاة
- سهرة عائلية في رياض الجنة
- عندما يحلو المساء
- همسة في أذن زوجين

ড. হাসসান শামসি পাশা একজন শক্তিমান লেখক ও দায়ি। কলমের দক্ষ কারিগরিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন গঠনের মূল্যবান সব দিকনির্দেশনা। মুসলিম তরুণ ও তরুণীদের দ্বীনি তারবিয়াহর প্রতি তিনি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মনের মাধুরি মিশিয়ে তিনি লিখে গেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। তার প্রতিটি আলোচনা আবর্তিত হয়েছে কালামুল্লাহ বা হাদিসে রাসুলকে ঘিরে। তার লেখার ভাঁজে ভাঁজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দ্বীনি ভাবধারা ও আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়াস।

উসতাজ ড. পাশা এখনো তার দায়িসুলভ লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

- রফিকুল ইসলাম

প্রকাশক, রুহামা পাবলিকেশন।

আল-ইহদা

- আমাকে ইসলামের ফিতরাত অনুযায়ী লালনপালনকারিণী মায়ের প্রতি। মা, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।

- আমার দুনিয়াতে পাওয়া অনুপম নিয়ামত : ভালোবাসা, শান্তি ও সুখের ঠিকানা আমার স্ত্রীর প্রতি।

- দুই মেয়ের উত্তম প্রতিপালন করতে পেরেছি বলে আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, আমার দুই মেয়ে—পেশায় যারা ফার্মাসিস্ট—রিমা ও লিনার প্রতি।

- প্রত্যেক মুসলিম যুবতির প্রতি, যে প্রভুর সন্তুষ্টি তালাশ করে, উভয় জাহানের সৌভাগ্য প্রার্থনা করে।

তাদের সকলের প্রতি আমার এ বইয়ের সাওয়াবটুকু।

- হাসসান

সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ১৯

যুবতিদের উদ্দেশে আমার কথা বলার প্রয়োজন কেন পড়ল? ! ⁞ ২২

সারা... বয়ফ্রেন্ড ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে
দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ⁞ ২৮

বোন আমার, নিজেকে জিজ্ঞেস করো ⁞ ৩০

তোমার জীবন যাপন করো ⁞ ৩১

প্রথম অধ্যায় : নারীদের কীর্তিগাথা ⁞ ৩৫

তাঁদেরই করো অনুসরণ ⁞ ৩৫

ফাতিমা ﵂ ⁞ ৩৫

নারীশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আয়িশা ﵂ ⁞ ৩৭

ইবরাহিম ﵇-এর স্ত্রী সারা ⁞ ৩৮

ফিরআওন-কন্যার কেশ-বিন্যাসকারিণী ⁞ ৩৯

ইহুদি হত্যাকারিণী সাফিয়া ﵂ ⁞ ৪৩

মুসলিমদের উদ্ধারকারী নারী ⁞ ৪৫

যে নারীকে আল্লাহর রাসুল ﷺ বিয়ে দিয়েছেন ⁞ ৪৭

যে নারীর চুল ঘোড়ার লাগাম ⁞ ৪৯

যে নারী স্বামীকে ইলম শেখালেন ⁞ ৫০

ইমাম আহমাদের মা ⁞ ৫০

নারী ফকিহ ফাতিমা ⁞ ৫১

যে নারী হাজার পুরুষের সমান ⁞ ৫২

নারীদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী বীরগণ ⁞ ৫৩
আল্লাহর পথে আহ্বানকারী নারীগণ ⁞ ৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামের প্রথম যুগের মহীয়সী নারীগণ ⁞ ৫৫
মসজিদে নারীদের উপস্থিতি ⁞ ৫৫
ইলমের মজলিশে নারীদের উপস্থিতি ⁞ ৫৬
যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম নারীগণ ⁞ ৫৭
সামাজিক জীবনে নারী ⁞ ৫৯
আল্লাহর জন্য মানতকারী রমণী ⁞ ৬০
খানসার পূর্বাপর ⁞ ৬১
মুসলিমদের যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ⁞ ৬২

তৃতীয় অধ্যায় : মুসলিম তরুণীর চরিত্র ⁞ ৬৬
বেশি কথা বোলো না ⁞ ৬৬
মানুষের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না ⁞ ৬৭
অনর্থক কথা পরিত্যাগ করো ⁞ ৬৭
সত্যবাদী হও ⁞ ৬৮
তোমার আমলকে আল্লাহর জন্য করে নাও ⁞ ৭১
ওয়াদা রক্ষা করো ⁞ ৭৩
বিনয়-নম্র হও ⁞ ৭৫
নসিহত গ্রহণ করো ⁞ ৭৬
লজ্জা হোক তোমার ভূষণ ⁞ ৭৭
সৎ বান্ধবীদের ভালোবাসো ⁞ ৭৯
মুসলিম বোনের পদস্খলন ক্ষমা করো ⁞ ৮০
বিপদ ডেকে এনো না ⁞ ৮১

দানশীল হও ⁞ ৮২
হাস্যোজ্জ্বল থাকো ⁞ ৮৩

চতুর্থ অধ্যায় : তুমি এবং তোমার শিক্ষা ⁞ ৮৬
পড়ালেখার লক্ষ্য ঠিক করে নাও ⁞ ৮৬
সাধারণ পাঠের পরিধিকে প্রশস্ত করো ⁞ ৮৭
রুটিন করে নাও ⁞ ৮৮

পঞ্চম অধ্যায় : তুমি এবং পর্দা ⁞ ৮৯
যারা পর্দা করো না তাদের বলছি ⁞ ৯০
পর্দা নিয়ে যত সংশয় ⁞ ৯১
পর্দা নিয়ে কিছু কথা ⁞ ৯৪
এবার যদি তুমি পর্দা করে থাকো ⁞ ১০৪
পর্দানশিন নারী ও বিধর্মীরা ⁞ ১০৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : মা-বাবার সাথে কীভাবে কথা বলবে? ⁞ ১১৩
সন্তান ও মা-বাবার মধ্যে বিভেদ কেন হয়? ⁞ ১১৩
মা-বাবার সাথে কীভাবে কথা বলবে? ⁞ ১১৬
কীভাবে মা-বাবার আস্থা অর্জন করবে? ⁞ ১১৯
মায়ের বান্ধবী হয়ে যাও ⁞ ১২০
ছেলে ও মেয়ের প্রতি আলাদা আচরণ ⁞ ১২১

সপ্তম অধ্যায় : তুমি ও তোমার বান্ধবীরা ⁞ ১২৪
কীভাবে অন্য বোনের প্রতি তোমার ভালোবাসা ব্যক্ত করবে? ⁞ ১২৫
দ্বীনদার বোনদের ভালোবাসা ⁞ ১২৭
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার পরিমাণ ⁞ ১৩১

আমার বান্ধবী কি আমাকে ত্যাগ করেছে? ⁞ ১৩২
সমস্যার সমাধান ⁞ ১৩৩
যে শিক্ষিকাকে তার ছাত্রীরা ভালোবাসে ⁞ ১৩৯
ইন্টারনেটে বন্ধুত্ব ⁞ ১৩৯

অষ্টম অধ্যায় : তুমি এবং সেই যুবক ⁞ ১৪১
যুবক চায় কী? ⁞ ১৪১
দুই চিত্রের মাঝে তুলনা করে দেখো ⁞ ১৪২
মোবাইল ও বিয়ে ⁞ ১৪২
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ⁞ ১৪৩
মানুষরূপী নেকড়ে ⁞ ১৪৪
খেলোয়াড়প্রীতি ⁞ ১৪৫
লেনদেন ⁞ ১৪৬
কেন এসব বাড়ছে ⁞ ১৪৮
মোবাইলের ক্যামেরা থেকে সাবধান ⁞ ১৪৮
একটি ভিডিও তার জীবনের ধ্বংস ডেকে আনল ⁞ ১৫০
এক তরুণীর চিঠি ⁞ ১৫৪
নিজেকে জিজ্ঞেস করো ⁞ ১৫৫

নবম অধ্যায় : ফ্রি-মিক্সিং ⁞ ১৫৭
পৃথিবীর বুকে কি আত্মমর্যাদাবোধ আছে? ⁞ ১৫৮
ওয়েস্টার্ন ট্র্যাডিশনের আড়ালে ⁞ ১৫৯
বাড়িতে পুরুষ ও নারী ⁞ ১৬০

দশম অধ্যায় : প্রকৃত ভালোবাসা ⁞ ১৬৩

যারা আমাদের ভালোবাসে, তাদের সাথে কেমন আচরণ করব আমরা? ⁞ ১৬৩

এটা ভালোবাসা নয় ⁞ ১৬৪

আর মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে ⁞ ১৬৭

একাদশ অধ্যায় : বিয়ের প্রস্তাব ⁞ ১৭০

যুবকের বিয়ের প্রস্তাব ⁞ ১৭০

ধনাঢ্য হওয়া কি আবশ্যক? ⁞ ১৭০

বৈবাহিক সফলতার ক্ষেত্রে পেশা কোনো ভূমিকা রাখে কি? ⁞ ১৭১

বৈবাহিক সফলতার জন্য কি পাত্র সুদর্শন হতে হবে? ⁞ ১৭১

স্বামী-স্ত্রীর পড়ালেখা এক সমান হওয়া কতটা জরুরি? ⁞ ১৭২

পাত্র-পাত্রী একই রকম স্বভাবের হওয়া জরুরি কি না? ⁞ ১৭৩

চিন্তার মুহূর্ত ⁞ ১৭৪

তার ব্যক্তিত্ব জানার চেষ্টা করো ⁞ ১৭৫

দ্বাদশ অধ্যায় : বিয়ের প্রহর ⁞ ১৭৭

বিয়ের আগের ভালোবাসা ⁞ ১৭৭

পরিবার চায় মেয়েকে তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেবে; কিন্তু মেয়ে তো তাকে পছন্দ করে না ⁞ ১৭৯

শরয়ি আকদের আগে পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক ⁞ ১৮২

তোমার স্বামীর মধ্যে ভালো কিছুই পাচ্ছ না ⁞ ১৮৪

স্বামীর জন্য তার বাবা-মার খিদমত করা সহজ করে দাও ⁞ ১৮৫

বুদ্ধিমতী ⁞ ১৮৬

কীভাবে নিজের স্বামীকে খুশি রাখবে ⁞ ১৮৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় : কর্মক্ষেত্রে নারী ⁞ ১৯২

নারীর কাজের ক্ষেত্রে শরয়ি নীতিমালা ⁞ ১৯৫

ইংরেজ নারীর মতে নারীর কর্মক্ষেত্র ⁞ ১৯৭

চতুর্দশ অধ্যায় : বাজারে ⁞ ১৯৯

বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন কেন ⁞ ১৯৯

ইসলামি আদব অনুযায়ী চলো ⁞ ২০১

বাজারের দুআ ⁞ ২০৩

অপচয় নয় ⁞ ২০৪

স্বামীকে বলে যাও ⁞ ২০৫

পঞ্চদশ অধ্যায় : নারী—আমাদের দৃষ্টিতে ও পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে ⁞ ২০৫

পারিবারিক নির্যাতন ⁞ ২০৮

যৌন সহিংসতা ⁞ ২০৯

যুদ্ধকালে নারী নির্যাতন ⁞ ২১০

দণ্ডিতের শাস্তি থেকে পার পেয়ে যাওয়া ⁞ ২১১

পশ্চিমাদের দুরবস্থা দেখো ⁞ ২১২

গর্ভপাত নামক মহামারি ⁞ ২১২

এইডস ও নারী ⁞ ২১৩

স্ত্রীকে প্রহার করার বিষয়ে ইসলামের বিধান ⁞ ২১৬

যে অবস্থায় স্ত্রীকে প্রহার করা নিষিদ্ধ ⁞ ২১৬

ইসলাম নারীকে দিয়েছে উচ্চ সম্মান ⁞ ২১৮

যখন জীবন্ত প্রোথিতকে জিজ্ঞেস করা হবে ⁞ ২১৯

কন্যাসন্তানের প্রতিপালন ⁞ ২২১

ধারণা শুদ্ধ করে নাও ⁞ ২২২

নারীর আর্থিক মালিকানা ⁞ ২২৫
নারী কি একেবারেই খারাপ? ⁞ ২২৬
তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক ⁞ ২২৯
ষোড়শ অধ্যায় : ইমানের আলোর দিকে ⁞ ২৩১
সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ⁞ ২৩১
দুনিয়া থেকে সাবধান ⁞ ২৩৫
দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত অর্থ ⁞ ২৩৭
জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণে রাখো ⁞ ২৩৮
আল্লাহর বড়ত্বের কথা স্মরণে রাখো ⁞ ২৩৯
অন্তর ও মস্তিষ্ক ⁞ ২৪২
সত্যিই কি আমরা ইমানদার? ⁞ ২৪৩
তাকওয়া ও ইহসান ⁞ ২৪৩
এসো, কিছু সময় ইমানের চর্চা করি ⁞ ২৪৫
আত্মসমালোচনা করো ⁞ ২৪৯
সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করো ⁞ ২৫১
কুরআন পড়ো ⁞ ২৫১
উদ্বিগ্নতার কাছে হার মেনো না ⁞ ২৫৬
হতাশা থেকে মুক্তির উপায় কী? ⁞ ২৫৭

সপ্তদশ অধ্যায় : তুমি একজন দায়ি ⁞ ২৬০

প্রথমে নিজেকে গুছিয়ে নাও ⁞ ২৬১

তোমার জীবনের লক্ষ্য ⁞ ২৬১

বিশেষ মুসলিম যুবতি হও তুমি ⁞ ২৬৩

আমরা অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত ⁞ ২৬৪

দাওয়াতের পদ্ধতি ⁞ ২৬৫

তথ্যসূত্র ⁞ ২৬৬

ভূমিকা

যখন আমরা সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখি, কোনো এক আরব দেশের মাধ্যমিকের যুবক ছাত্রদের মধ্যে ৪৫% তরুণই এ বয়সে হারাম যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত! তাদের মধ্যে ২০% যুবক মদ্যপান ও নেশা সেবন করছে, অন্তত একবার হলেও!

তালাকের তালিকা দেখে থমকে যেতে হয় যে, এক আরব রাষ্ট্রের রাজধানীতে তালাকের হার ৫০% এ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ প্রতি দুটি দাম্পত্য জীবনের মধ্যে একটি তালাকের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে!

আমরা আশ্চর্য হই, যখন শুনি, একই ঘরের যুবক-যুবতিরা পালাক্রমে ২৪ ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকে; যেন সেসব প্রোগ্রামের কোনো তামাশাময় অংশ তাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়।

আমরা দেখছি, মিডিয়া সত্য-মিথ্যার মাঝে মিশ্রণ করে ফেলেছে।... বরং বলা ভালো, নির্দিষ্ট মহলের স্বার্থের জন্য মিডিয়া মিথ্যাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে ছড়িয়ে দিচ্ছে।... সংস্কৃতি চর্চা, স্বাধীনতা চর্চার নামে চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজকে।...

টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, রেডিও, ইন্টারনেট সব মাধ্যমই অবাধ্যতা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি মিডিয়া-মাধ্যমই এমন বাজে কন্টেন্ট প্রচার করছে, যা আমাদের যুবক-যুবতিদের ধ্বংসের পথে ধাবিত করছে। নির্বুদ্ধিতা ও অসারতা প্রচার করছে।... কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করছে।... ইতিবাচকতাকে গ্রাস করছে। সমাজকে অবক্ষয়ে নিপতিত করছে।... এমনকি দেখা যায় রাস্তাঘাটে যুবক-যুবতিরা বিকৃত ফ্যাশন করে বেড়ায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আত্মপরিচয়হীন কিছু মানুষের আনাগোনা, যাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, যাদের কেউ পুরুষত্ব খুইয়েছে, কেউ নারীত্বের অলংকার হারিয়েছে, কেউ স্থানের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, সবাই ভুল ও নীচতার গর্তে গিয়ে পড়েছে।...

এ সময়ে এসে আমাদের মনে হতে পারে, আমরা একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছি; বরং বলা ভালো, আমরা একটা মহামারির মাঝে রয়েছি, যা আমাদেরকে প্রতিটি দিক থেকে ঘিরে আছে।...

যখন একটা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ একজন মহিলা, যার না আছে পার্থিব জ্ঞান, আর না আছে দ্বীনের জ্ঞান—যে তার মুখাবয়বকে নিকৃষ্ট রঙের মেকাপে রাঙাতে ব্যস্ত থাকে, মুখ বাঁকা করে কথা বলে, যেন মনে হয় যে, সে বিদেশ থেকে পড়ে এসেছে—এমন মা কখনো সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারে না; বরং সন্তানের মৌলিক ভিত্তি নষ্ট করে দেয়, সন্তানের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সন্তানের মাঝে কোনো রকম আত্মসম্মান থাকে না, পুরুষত্ব থাকে না, দায়িত্ব বহনের সক্ষমতা থাকে না। এরপর তখন আসে সবচেয়ে বড় বিপদ, যখন এমন কোনো সন্তান জাতির পরিচালনার দায়িত্ব পায়। এদের মতো লোকদের কারণেই অনেক জাতি, অনেক সভ্যতা ধ্বংস হচ্ছে!

যখন মা তার সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়ে দেয় সেবিকার হাতে, সেবিকা সন্তানকে খাওয়ায়, পরায়, দিন-রাত কোলে-পিঠে করে শিশুকে বড় করে তোলে, বাল্যবয়সে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ায়, ছোট শিশুর জন্য গান গায়—তখন শিশুর অন্তরে জন্মদাত্রী মা ও জন্মদাতা বাবা নয়; বরং সেবিকার মমতা ও ভালোবাসা প্রোথিত হয়!

তাই এ প্রজন্মকে আমরা নাম দিতে পারি 'সেবিকার সন্তানদের প্রজন্ম'। আবার এটাও বলতে পারি যে, আত্মভোলা, তুচ্ছ প্রজন্ম—যে প্রজন্মের বাবা-মা জানে না, তাদের সন্তান কোথায় রাত-দিন কাটিয়ে আসে। জানে না, কোন পথে চলছে তাদের সন্তান, কোন ঘাটে তার তরি ভিড়ছে, কোন দিকে তার গাড়ি চলছে!

এটাকে আমরা 'মহাসংকট' আখ্যা দিতে পারি।...

অন্যদিকে আমরা আরেকটা প্রজন্মকে দেখি, যারা এমন পঙ্কিলতার বাধ্যবাধকতা মানতে নারাজ, যারা বাতিলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে, খাঁটি ইসলামকে

হৃদয়ে লালন করে, কোনো কুপ্রবৃত্তি বা হীন প্রবণতা বা পশ্চিমা ঢেউ তাদের টলাতে পারে না।

এ প্রজন্মই হচ্ছে আমাদের আশা, তারাই ভবিষ্যৎ, এ প্রজন্মই সাহায্য ও তত্ত্বাবধানের হকদার।...

একজন তরুণী তার কৈশোরে মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এ সময়ে তার নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা পায়। তখন সে বিশেষ জরুরি মুহূর্ত পার করে মানসিক ও মেজাজগত দিক থেকে। কখনো বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে সে তার বাস্তবতার বিরুদ্ধে, কখনো পরিবারের বিরুদ্ধে। এমন সময়ে ক্রোধ ও অস্বীকৃতির দিকে ঝুঁকে যায় সে, প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলে খুব দ্রুত। সবশেষে তার আচরণের জন্য নিজেই লজ্জিত হয়। কখনো কখনো এ স্তরটা কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। তাই এমন বয়স যারা পার করে, সেসব যুবতির বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ ও আচরণের দরকার হতে পারে।...

একজন সচেতন মা জানেন, তার মেয়ে কখন বয়সের কোন স্তর পার করছে। সচেতন মা তার মেয়ের সাথে নৈকট্য বাড়িয়ে দেয়। তার সাথে বান্ধবীর মতো থাকে। তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাকে দ্বীন শেখায়, সচ্চরিতের সবক দেয়, জীবন-অভিজ্ঞতার কথা শোনায়।

প্রজ্ঞাবান মা তিনিই হন, যিনি শান্তভাবে নসিহত করেন, দূরে থেকেও খেয়াল করেন মেয়ের অবস্থা, শাস্তি নয় বরং কখনো কখনো তিরস্কার করে সঠিক পথে রাখেন মেয়েকে, মেয়ের সাথে এমন অবস্থান তৈরি করেন—যেন দুজন পরস্পরের বান্ধবী। ফলে মা তার মেয়েকে যথাযথ সম্মান করতে পারেন, তার আবেগ-অনুভূতির যথাযথ যত্ন নিতে পারেন। মেয়েকে দায়িত্ববোধ শেখাতে পারেন। পোশাকের শালীনতা, আচরণের আদব ও প্রজ্ঞাময় কর্মঠতা শেখাতে পারেন।

নিঃসন্দেহে একজন তরুণীর তার কৈশোরে গ্রহণ করা ইমানি প্রতিপালন তার পুরো জীবনকে সাজাতে ও ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করবে।

***

একজন যুবতি এ বয়সে বহু ছলনাময় আহ্বান ও মিডিয়ার বহু পথভোলানো কথার শিকার হয়।...

তাই এ কথা জিজ্ঞেস করা আমাদের দায়িত্ব যে, 'কেন তারা মুসলিম নারীদের ওপর এতটা জোর দিচ্ছে যে, মুসলিম নারীর স্বাধীনতা প্রয়োজন?'

খারাপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একজন মুসলিম নারীর বোরকা পরার ইবাদত থেকে বিচ্যুত করে পোশাকহীন করাই কি স্বাধীনতা? এমন স্বাধীনতার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কি?

সন্তানদের প্রতিপালন করা, সঠিকভাবে তাদের পরিচর্যার ইবাদত থেকে বঞ্চিত করাই কি স্বাধীনতা? এমন স্বাধীনতার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কি?

কেন তারা মরণপণ যুদ্ধ করে সচ্চরিত্রা নারীদেরকে রাস্তায় পোশাকহীন উলঙ্গ করে নামিয়ে আনতে চাচ্ছে?!

যুবতিদের উদ্দেশে আমার কথা বলার প্রয়োজন কেন পড়ল?!

যুবতিদের উদ্দেশে আমার আহ্বানে আশ্চর্য হয়ো না। কেননা :

১. আজকের তরুণী-যুবতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিপালনকারী মা।

২. ইসলামবিরোধী শক্তি দাবি করছে নারীরা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত। তাদের অনেকে নারীদের নিয়ে কথা বলে। সাহিত্যিকরা কবিতা ও গদ্য রচনা করে। সাংবাদিকরা কলম চালিয়ে যায়। প্রত্যেকে নারীদের নিয়ে কথা বলছে। নিজেদের এমনভাবে তুলে ধরছে, যেন তারা সত্যিই নারীদের নিয়ে চিন্তিত-উদ্বিগ্ন!

৩. আমার এ কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে স্বয়ং নবিজি ﷺ নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তাদেরকে বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়ায় রাখতেন। প্রত্যেক ইদের সময় পুরুষদের প্রতি খুতবা দেওয়ার পর নারীদের সমাবেশেও খুতবা রাখতেন। নারীদের জন্য এ বিশেষ আয়োজন তাদেরকে আরও বেশি প্রফুল্ল করত। একবার এক নারী এসে রাসুল ﷺ-কে বললেন,

‘পুরুষরা আপনার কাছে গিয়ে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ পায় বেশি, আমাদের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন।...’[১] নবিজি ﷺ একটা দিন নির্ধারণ করে দিলেন, সেদিন তিনি পুরুষদের বিষয় বাদ দিয়ে বিশেষ করে নারীদের উদ্দেশে কথা বলতেন।

তা ছাড়া বিদায় হজের দিন নবিজি ﷺ নারীদের বিষয়ে বলেছেন :

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ،

‘নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছ।’[২]

আবার স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করাকে একজন উত্তম পুরুষ হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত করেছেন রাসুল ﷺ। তিনি বলেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।’[৩]

কেবল এতটুকুই নয়; বরং নবিজি ﷺ একটি সেনাবাহিনীকে অপেক্ষায় রেখেছেন তাঁর স্ত্রী আয়িশা ﵂-এর হার হারিয়ে যাওয়ার সময়ে। তখন আবু বকর ﵁ আয়িশার কাছে এসে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, ‘তুমি আল্লাহর রাসুলকে বাধ্য করেছ মানুষদেরকে অপেক্ষা করাতে। মানুষের সাথে পানি নেই, তারা বিনা পানিতে কষ্ট পাচ্ছে।’

যখন উট উঠে গেল, তখন তার নিচে হারটি পাওয়া গেল। সে সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো। উসাইদ বিন হুসাইন ﵁ বলেন, ‘আবু

১. সহিহুল বুখারি : ৭৩১০।
২. সুনানু আবি দাউদ : ১৯০৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩০৭৪।
৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।

বকরের পরিবার, এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়, এমন বহু বরকত আমরা আপনাদের মাধ্যমে পেয়েছি।'

নারীদের মর্যাদা নবিজি ﷺ-এর কাছে এতটা উচ্চ ছিল যে, একবার উম্মে হানি ﷺ আসলেন নবিজি ﷺ-এর কাছে। বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমার মায়ের ছেলে আলি বলছে, সে ওই লোককে হত্যা করবে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি!'

নবিজি ﷺ বললেন, (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) 'উম্মে হানি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।'[৪]

৪. কারণ নারীরাই নেককারদের জন্ম দিয়েছে, আলিমদের জন্মদাত্রী তো তারাই। নারীদের কেউই তো শাফিয়ি ﷺ-কে জন্ম দিয়েছে; তাদের কেউই তো উমর বিন আব্দুল আজিজের জন্মদাত্রী; ইবনে তাইমিয়া, আবু হানিফা, মালিক, আহমাদের মতো আলিমদের জন্মদাত্রী তো নারীরাই।...

তাই ভুলে যেও না, সে সকল বড় আলিমসহ প্রত্যেকেরই ছিল একজন নেককার মা। যিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন; আল্লাহ যেন তার সন্তানকে তার চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দেন। আর সে সকল বড় আলিমের মধ্যে প্রত্যেকেরই ছিল জীবনসঙ্গিনী, যার কাছে গিয়ে তিনি শান্তি ও সুস্থিরতা পেতেন।

এরপরও কি যুবতিদের প্রতি আমার এ সম্বোধন যথাযথ নয়?!

কত যুবতি এমন রয়েছে, যার জন্ম নেককার বাবা-মার কোলে হয়েছে, একটি রক্ষণশীল পরিবারে জীবনযাপন করেছে; কিন্তু এ যুগের কিছু ফিতনাও তাকে গ্রাস করেছে, তার সাথে সাথে টেলিভিশনে যা সে দেখছে, এমন কোনো যুবতি হয়তো কোনো যুবকের কাছে কল করছে, যাকে কখনো দেখেনি সে, কেবল কণ্ঠই শুনেছে, অথবা ইন্টারনেটে কোনো যুবকের সাথে বার্তালাপ করছে, যার নামও সে জানে না, অন্য কিছু জানেই না।

৪. সহিহুল বুখারি : ৩৫৭, মুসনাদু আহমাদ : ২৬৮৯৬।

এভাবে যুবতি সর্বদা লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে।... কখনো তার কানে আসে কর্কশ স্বর, যা তাকে নিষ্কলুষতা ছুড়ে ফেলে গুনাহের অধঃপতনে যেতে আহ্বান করে।

আরেকটা স্বর তাকে ডেকে যায়, তার ভেতর থেকে উৎসাহে আন্দোলিত করতে বলতে থাকে, থামো থামো, এটা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের পথ।... এ স্বরগুলো তার ভেতরে লড়াইরত থাকে।

এ যুবতি আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানে। হালাল-হারাম সম্পর্কে জানে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তির সাথে লড়াই করা অনেক কঠিন কাজ।

আজকের যুবতির বাবা নিজের ব্যবসার কাজে ব্যস্ত, ব্যস্ত নিজের বন্ধুদের সাথে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা শেষে বেশ রাত করে ফিরে আসেন।...

যুবতির মা তার থেকে অনেক দূরে থাকেন।... নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ব্যস্ত থাকেন নিজের বান্ধবীদের সাথে কথা চালাচালির মাঝে।...

যুবতি তার বাবা-মার মধ্যে কাউকেই কাছে পায় না, তার আবেগ-অনুভূতি, অভিযোগ-অনুযোগ প্রকাশ করার মতো কাউকে কাছে পায় না।...

কিন্তু সে তার এ অভাবের জায়গাটা পূরণ করে সে বান্ধবীর মাধ্যমে, যে তাকে ভুল পথে নিয়ে যায়, খারাপ পথে নিয়ে যায়।...

অথবা সে তার এ অভাবের জায়গাটা পূরণ করে সে ভ্রষ্ট যুবকের মাধ্যমে, যে তাকে কথার ফাঁদে ফেলে ভুল পথে নিয়ে যায়, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে মন ভুলিয়ে দেয়!

দুঃখজনক হচ্ছে, অনেক সংক্রামক ব্যাধি, নিকৃষ্ট ধারাবাহিক প্রচারণা, অনেক কণ্ঠস্বর যুবতিকে আহ্বান করছে পরিবারের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলে মুক্ত-স্বাধীন হতে, ইসলামের শিক্ষাকে পেছনে ফেলে নিজের মনের কথা শুনতে, খেয়াল-খুশিমতো জীবন পরিচালনা করতে!

জর্জ হরবার্ট তার বই Sexual revolution-এ বলেন :

'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্বিগ্ন বোদ্ধামহলের মতে, প্রতিদিন অনেক বড় বড় যৌন বিস্ফোরণ হচ্ছে। এ বিস্ফোরণের সাথে সাথে ব্যাপক আকারে ধ্বংসিত হচ্ছে মানবতা। উঠতি প্রজন্মগুলোর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঘেরা।

আজকের শিশুরা একাকিত্ব বরণ করে নিয়েছে, কারণ দিন-রাত তারা বিভিন্ন উত্তেজনা জাগ্রতকারী উপকরণের মাধ্যমে ঘেরা থাকে।

মানবজাতি যে পথে চলছে, খুব শীঘ্রই অনেক নিকৃষ্ট বিকৃতি দেখা দেবে তাদের মাঝে!

যৌনতার বিস্ফোরণের কারণে যেকোনো শহরে বিনা বাধায় চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ।... প্রত্যেক দিক থেকে ধেয়ে আসছে নগ্ন যৌনতার আক্রমণ।... বিভিন্ন বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপনে যৌনতার অবাধ ব্যবহার।... ফিল্মের মধ্যে যৌনতার অবাধ প্রদর্শন।... টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর জবাবদিহির আওতায় না রাখা।... (কিন্তু আল্লাহর কসম, অচিরেই তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, যেদিন না তাদের সম্পদ কাজে আসবে, আর না তাদের সন্তানাদি তাদের কোনো উপকার করতে পারবে!)'

লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, অনেক আরব রাষ্ট্র ইন্টারনেটের ওপর নজরদারি রাখার তাগাদাও অনুভব করছে না। এখানে বিভিন্ন অশ্লীল ওয়েবসাইটে শিশু, যুবক, বয়স্করা অবাধে প্রবেশ করছে।

আফসোসের কথা হচ্ছে, অনেক আরব ও ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমরা উত্তেজনা জাগ্রতকারী মাধ্যমসমূহের পথ খুলে দিচ্ছে; যাতে মানুষের ভেতরের সুপ্ত সহজাত বাসনা উসকে ওঠে।... টিভি চ্যানেলের পর্দায় বিজ্ঞাপনে নারীর নগ্ন দেহের ব্যবহার, নির্লজ্জ লিরিক্সের গানের ব্যবহার হচ্ছে। এমন উন্মাদনাভরা ভিডিওতে পূর্ণ হয়ে আছে টিভি চ্যানেল।

যখন আমাদের ওপর পশ্চিমা সভ্যতা বিজয়ী হয়ে গেছে, তখন অনেক নারী পশ্চিমা নারীদের অনুকরণ শুরু করেছে—তাদের মতো পোশাক পরা, তাদের

মতো চেহারা সুন্দর করার প্রতি উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। পশ্চিমাদের ফ্যাশন-স্টাইল অনুকরণই তাদের চোখে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড!

টিভি চ্যানেলে কিছু আছে পোশাক দেখানোর অনুষ্ঠান, কিছু অনুষ্ঠান নাচ-গানের আয়োজন, কিছু অনুষ্ঠান পাপ ও মানুষকে দেখানোর প্রবণতা উসকে দেওয়ার...

অন্যদিকে আত্মউন্নয়ন, দ্বীন শেখা, চারিত্রিক গুণাবলির শিক্ষার্জন—এসব দিক মনোযোগ পাওয়ার উপযোগী নয়। কেননা, এসব তাদের কারও সাথে যায় না, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এগুলো!

নারীকে যখন এভাবে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন তার আর কতটুকু সম্মান বাকি থাকছে!

সাবানের প্যাকেটে নারীর ছবি দেওয়ার অর্থ কী?!

মোমবাতির প্যাকেটে নারীর ছবি দেওয়ার মানে কী?!

যুবতির ছবি দিয়ে ম্যাগাজিনের কাভার করার অর্থ কী?!

এসব কি পণ্য বিক্রয়ের জন্য মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে উসকে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে নারীকে ব্যবহারের অসদুপায় নয়?!

এ রকম কি ঘটেনি যে, ফ্রান্সের এক অভিনেত্রীকে যখন ক্যামরার সামনে একটা কদর্য চিত্রায়ণ করতে বলা হয়, তখন সে চিৎকার করে বলেছিল, 'কুকুরেরা, তোমরা পুরুষরা কেবল আমাদের নারীদের শরীরটাই চাও; যাতে তোমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পারো আমাদের শরীর বেচে।' এরপর এ অভিনেত্রী কান্নায় ফেটে পড়ল।...

বহু বছর নিকৃষ্ট জীবনযাপন করা সত্ত্বেও মুহূর্তেই এ নারীর সহজাত ফিতরাত জেগে উঠল। আধুনিক সভ্যতা যেটাকে 'স্বনির্ভর নারী' ও 'স্বাধীন নারী' বলে অভিহিত করছে, এ নারীর সহজাত ফিতরাত জেগে উঠে সেসবের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল পেশ করল!

সারা... বয়ফ্রেন্ড ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে

গল্পটি এক তরুণীর। যে তরুণী আল্লাহর দিকে এগোতে শুরু করলে আল্লাহ তাকে তাঁর আরও বেশি নৈকট্যশীল করলেন।...

দুঃখময় একটা অতীত। দ্বীন থেকে দূরে। আল্লাহ তার জন্য সে পথ খুলে দিলেন, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারল। দাওয়াতের মাধ্যম খুলে দিলেন তার জন্য। এ গল্পটা সারার। সে একটা রেডিওতে উসতাজ আমর খালিদের প্রোগ্রাম শুনেছিল। একদিন উসতাজের কাছে একটা চিঠি আসলো। চিঠিতে লেখা :

'আমি একজন তরুণী। নাম সারা। আমার বাবা লেবানিজ মুসলিম। মা লেবানিজ খ্রিষ্টান। তারা পূর্বের জায়গা ছেড়ে ভেনেজুয়েলায় এসে বসবাস শুরু করেন। কিছু কাল পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা একে অপরকে ছেড়ে নিজেদের মন মোতাবেক ভিন্ন ভিন্ন জনকে বিয়ে করেন।

এদিকে আমি দিশেহারা হয়রান হয়ে পড়ি।... আল্লাহ আমাকে অপরূপ সৌন্দর্য দিয়েছেন। আমার পদস্খলন ঘটল। আমি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলাম। এভাবে একসময় ঘটনাচক্রে আমাকে বারের কাজও করতে হয়। আমার বয়ফ্রেন্ড হলো। আমি আমার দ্বীনকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম যে, আমি একজন মুসলিম।... আমার কেবল ইসলামের নামটাই স্মরণ থাকল। আর সবই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন আমি ইকরা নামক এ চ্যানেলটি খুঁজে পাই।... আমর খালিদ নিষ্পাপতার বর্ণনা করছেন। তখন আমি প্রথমবারের মতো মনের ভেতর লজ্জা অনুভব করি। বুঝতে পারি যে, আমি বদমাশদের হাতের সস্তা পণ্য হয়ে গেছি...!

আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। আমি আপনি ছাড়া আর কোনো মুসলিমকে চিনি না।... আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এতসব গুনাহে জড়িত হওয়ার পরও কি আল্লাহ আমাকে গ্রহণ করে নেবেন?!'

উসতাজ আমর খালিদ বলেন, 'আমি তাকে উত্তরে আল্লাহর রহমত, তাঁর করুণা ও দয়া, তাওবাকারীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বললাম।'

এরপর সে লিখল, 'আমি নামাজ পড়তে চাই; কিন্তু আমি তো সুরা ফাতিহা ভুলে গেছি। আমি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করতে চাই।'

আমর খালিদ বলেন, 'এরপর আমি দ্রুততর ডাকযোগে হারাম শরিফের ইমাম শাইখ সাউদ আশ-শুরাইমের তিলাওয়াতের ক্যাসেট পাঠালাম তার কাছে।

তিন দিন পর সে জানাল, "আমি সুরা আর-রহমান, সুরা নাবা মুখস্থ করেছি।... এবং এখন নামাজ পড়া শুরু করেছি।"

পরের বার লিখল, "আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে ত্যাগ করেছি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তেমনিভাবে সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও বারের কাজও ছেড়ে দিয়েছি।"

তরুণী আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসা শুরু করল। নিজের রবকে চেনার পর সে নিজ সত্তাকে খুঁজে পেল।...

এ চিঠি প্রেরণের দুই সপ্তাহ পরে চিঠি এল তার :

"আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম বিধায় চিঠি লিখতে পারিনি।" বেশ কষ্টের মাঝে তার দিনাতিপাত হচ্ছিল। ডাক্তারের রিপোর্ট সম্পর্কে সে বলে, "উসতাজ আমর, আমি আসলে এখন ব্রেইন ক্যানসারের রোগী!"

আশ্চর্য হচ্ছি এরপর সে বলল, "কিন্তু আমার এত বড় রোগ সত্ত্বেও আমি চিন্তিত নই; বরং আমি বেশ খুশি। কারণ আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি, আমি তাঁকে ভালোবাসার সৌভাগ্য পেয়েছি। রোগ ও বিপদ আসার আগেই আমি তাঁর নৈকট্য তালাশ করতে পেরেছি। দুদিন পর আমার অপারেশন হতে চলেছে। আমি ভয় পাচ্ছি, আল্লাহর ক্ষমা না পেয়ে মারা যাচ্ছি কি না!"

আমি তাকে বললাম, "এটা কীভাবে হতে পারে, আল্লাহ তাওবাকারীদের ক্ষমা করবেন না?! আল্লাহ তো তোমাকে প্রত্যাবর্তনের তাওফিক দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সুরা আর-রহমান মুখস্থ করার তাওফিক দিয়েছেন, আর এখন তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালুর সামনে রয়েছ।"

আমরা তাকে সান্ত্বনা দিলাম, তার হতাশা দূর করলাম।

এরপর সে বলল, "আপনার দেওয়া ইমামুল হারাম শাইখ শুরাইমের কণ্ঠের তিলাওয়াতের ক্যাসেটগুলো ও আমার সংগ্রহ করা কিছু ক্যাসেট মসজিদে দান করে দিয়েছি; যাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর তা আমার জন্য সদাকায়ে জারিয়া হয়।..."

এর একদিন পর তার এক খ্রিষ্টান বান্ধবী আমাদের কাছে চিঠি লিখে জানাল,

"সারা মারা গেছে।"

বোন আমার, নিজেকে জিজ্ঞেস করো :

ইসলামের নিয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর প্রশংসা করেছ কি?

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় করো কি?

খুশু ও তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করো কি?

প্রতিদিন কি কুরআনের একটা অংশ নির্ধারিত করে নিয়েছ তিলাওয়াতের জন্য?

মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করো তো?

প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন, সেটা মনে আছে তো?

আল্লাহর আদিষ্ট হিজাব-পর্দা ঠিকমতো পালন করছ তো?

সৎ ও নেককার বান্ধবী গ্রহণ করেছ নাকি অসৎ বান্ধবী?

মোবাইলে কথা বলার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করো তো?

দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করো তো?

শেষ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছ তো?

নশ্বর দুনিয়া থেকে নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করছ তো?

তোমার উদাসীন অবস্থায় আকাশ থেকে ফেরেশতা এসে তোমার প্রাণ কবজ করে নিতে পারে, সেটা কল্পনা করে দেখেছ কখনো?

কবরের প্রথম রাত কেমন হবে, সেটা কল্পনা করে দেখেছ তো?

কিয়ামত কেমন হবে, সেটা কি কখনো কল্পনা করে দেখেছ? যেদিন সব মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে!

আসমান ও জমিনের মালিকের সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিয়েছ কি? যিনি তোমাকে তোমার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

তোমার জীবন যাপন করো

ইসলাম তোমাকে তোমার জীবন যাপন করতে নিষেধ করছে না। তুমি যেমন চাও, জীবন যাপন করো।... ইসলাম চায় না যে, তুমি দুনিয়াকে একেবারেই ত্যাগ করো। বরং ইসলাম চায়, তুমি দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া মানুষদের মধ্যে উত্তম একজন হও।...

তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখো।...

তুমি ধনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে দান ও কল্যাণকর কাজ করো।

তুমি তোমার শরীরের হক সম্পর্কে জানো, যেমন : খাবার ও ব্যায়াম, ঠিকমতো এগুলো আদায় করো।

সুষ্ঠু ও হালালভাবে বিনোদন গ্রহণ করো।...

তোমার পরিবারের অধিকার সম্পর্কে জানো এবং তা আদায় করো।

তাদের ঠিকমতো দেখাশুনা করো এবং তাদের সময় দাও।...

তোমার স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানো। স্বামীর কথা শোনা ও মান্য করা তোমার দায়িত্ব। তাই গুনাহের কাজ ছাড়া স্বামীর কথার অবাধ্য হবে না।...

তোমার সন্তানের অধিকার সম্পর্কে জানো। তাদের সঠিক প্রতিপালন ও দিকনির্দেশনা দেওয়া তোমার দায়িত্ব ও তাদের অধিকার।

ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কাজ করে সমাজের অধিকার আদায় করো।

সবকিছুর ওপরে আল্লাহর হক সম্পর্কে জানো। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা, সুন্দর করে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা তাঁর হক।

***

এ কয়টি অসিয়তের পর... নিষ্পাপ তরুণীদের প্রতি... কল্যাণময় নারীদের প্রতি...

আমার এ লেখা সেসব মুমিন নারীর প্রতি, যাদের চারপাশে ফাসাদ বেড়েই চলছে।... যেসব নারী ফিতনা-ফাসাদের আতিশয্যে আকাশ পানে চোখ তুলে দুআ করে :

اللهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

> 'হে আল্লাহ, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।'[৫]

এ বইটি ও একই সাথে (همسة في أذن شاب) বইটি লেখার প্রেরণা পেয়েছি হিমসের উলওয়ানুল আমিরা গ্রন্থাগারে। মরহুম মুরব্বি আহমাদ উলওয়ানের সন্তান ভাই উসতাজ বাসসাম আমাকে বললেন, 'আপনি সকল মানুষকে সম্বোধন করে আপনার বই (أسعد نفسك وأسعد الآخرين) লিখেছেন, পিতামাতাদের সম্বোধন করে লিখেছেন (كيف تربي أبناءك في هذا الزمان)। এ দুটো বই অনেক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অনেক বার মুদ্রিত হয়েছে। আপনি কেন তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে দুইটা আলাদা বই লিখছেন না? অথচ এটা করা অনেক প্রয়োজন? এমন একটা বই আসা দরকার, যেটা একই সাথে মন ও মস্তিষ্ক উভয়টাকে নাড়া দিতে সক্ষম হবে।'

তাই আমি এমন একটা বই লেখার ইচ্ছা করলাম, যেখানে মুসলিম তরুণীদের মনের উসকে দেওয়া কথাগুলোর জবাব দেবো। এমন একটা বই লেখার ইচ্ছা করলাম, যে বই তাদের ইমান বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে, তাদের অন্তরকে দ্বীনের ওপর অটল রাখতে সহায়ক হবে, তাদের অন্তরকে আরও বেশি পরিতুষ্ট করবে, তাদেরকে ইসলাম মানতে সাহায্য করবে।

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬৮৩, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৯২৬।

তাদের চারপাশের বিপদাপদ থেকে আমি তাদের সতর্ক করব। অকর্মা যুবক, নষ্ট মিডিয়া, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাদের সতর্ক করব।

হে আল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, আমি এ বইয়ের মাধ্যমে কেবলই চেয়েছি যে, এ বইটি মুসলিম তরুণীদের চলার পথকে আলোকিত করবে, তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিশা দেবে, ইসলাম থেকে দূরে থাকা তরুণীদের ইসলামমুখী করবে, সফলতা ও শান্তির পথ দেখাবে।

হে আল্লাহ, আপনার কাছে আমার চাওয়া হচ্ছে, আপনি এ বইয়ের মাঝে কল্যাণ দান করুন, এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকাকে উপকার দান করুন, এ বইয়ের লেখক ও প্রকাশককে সাওয়াব দান করুন, আর এসব কাজকে একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন, সেদিনের জন্য সহায়ক করে নিন— যেদিন কোনো সম্পদ ও সন্তান কাজে আসবে না, তবে সে ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে, যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে।

হে আল্লাহ, আমাকে এমন ইমান দান করুন, যা আমার অন্তর অনুসরণ করবে, যার মাধ্যমে আমার গুনাহ মাফ হবে। আপনার দিদার দিয়ে আমাকে ধন্য করুন। এ চাওয়ার ওপরে কি আর কোনো চাওয়া আছে?!

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

২০ আগস্ট, ২০০৫ ইসায়ি
১৬ রজব, ১৪২৬ হিজরি
হিমস